পছন্দ নয়? নিকেশ করে দাও!

প্রশ্ন তুলো না, তর্ক কোরো না। অন্ধতা, বস্তাপচা ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোরো না। করলে নিকেশ করে দেওয়া হবে। কর্ণাটকের প্রবীণ সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে হত্যা করে এই বার্তাই দিতে চেয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারী মৌলবাদীরা। যে বার্তা তারা দিতে চেয়েছিল যুক্তিবাদী লেখক নরেন্দ্র দাভোলকর, ৮১ বছরের বর্ষীয়ান যুক্তিবাদী নেতা গোবিন্দ পানসারে, কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে ৭৭ বছরের প্রবীণ শিক্ষাবিদ এম এম কালবুর্গীকে হত্যা করে। ওরা মেরেছে শুধু কয়েকজন মানুষকে নয়— মারতে চেয়েছে গোটা দেশে জেগে ওঠা প্রতিবাদকে। যে প্রতিবাদ উঠেছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির নামে যুক্তিহীনতা, কূপমণ্ডকতা, ধর্মীয় অন্ধতা, তালিবানি গোঁড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন, সাম্প্রদায়িকতা এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টির বিরুদ্ধে।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, গৌরী লঙ্কেশের শরীরে যে বুলেটগুলি ঢুকেছে তার সাথে আগের উল্লেখিত তিনটি হত্যায় ব্যবহৃত বুলেট হুবহু মিলে যাচ্ছে। যে ধরনের পিস্তল থেকে বুলেট ছোঁড়া হয়েছে সেগুলিও এক গোত্রের (*ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৭ সেপ্টেম্বর,২০১৭*)। হবেই তো, ওই খুনিদের গোত্রও যে এক। পুলিশের তদন্ত কী বলবে তা জানবার আগেই দেশের মানুষ চিনে ফেলেছে হত্যাকারীদের। বাংলাদেশে মুক্তমনা ব্লগারদের খুন করে যে কাপুরুষেরা, আফগানিস্তান-পাকিস্তানে পড়তে চাওয়া ছাত্রীদের বুলেট বিদ্ধ করে যে তালিবানি ধর্মোন্মাদরা, যারা ইরাক-সিরিয়ায় শুধু নরহত্যা করে না, নির্বিচারে ধ্বংস করে সভ্যতার ইতিহাসকে, সেই সব মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীদের সাথে গৌরী লঙ্কেশের হত্যকারীদের গোত্র হুবহু মিলে যায় । কখনও তাদের নাম তালিবান কিংবা আল কায়দা, কখনও বা হিন্দু মৌলবাদী সংঘপরিবার অথবা তার ঘনিষ্ঠ সনাতন সংস্থা, কখনও বা আইএস (ইসলামিক স্টেট) মডেলে তৈরি গোরক্ষপুরের এইচএস (হিন্দু স্টেট) ইত্যাদি।

কারা হত্যাকারী তাদের নাম আদৌ কোনও দিন জানা যাবে কি না তা সরকারি কর্তারাই বলতে পারবেন। যদিও বেঁচে থাকতে গৌরীকে যখন লড়তে হয় বিজেপির এমপি প্রহ্লাদ যোশীর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে, বিজেপি প্রভাবিত ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন তাঁর বিরুদ্ধে মিছিল করে। মৃত্যুর পর বিজেপির বিধায়ক জীবরাজ বলেন— আরএসএসের বিরুদ্ধে না লিখলে হয়ত গৌরী বেঁচে যেতে পারতেন গুজরাটের স্বঘোষিত 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' ব্যবসায়ী নিখিল দধিচ, যাঁকে টুইটারে অনুসরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তিনি গৌরী হত্যার পর অশ্লীল ভাষায় তীব্র আনন্দ প্রকাশ করেন। হত্যার সমর্থনে এমন প্রকাশ্য মন্তব্য প্রকাশ্যে শুনেও প্রধানমন্ত্রীর অদ্ভুত নীরবতা মানুষের কাছে একটাই অর্থ বহন করে নিয়ে যায়— প্রশ্ন তুললে কী হতে পারে দেখে নাও! যে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের প্রায় সব ঘটনা নিয়ে টুইট করে মত জানান, আশ্চর্যজনকভাবে তিনি মূক এবং অবশ্যই বধির হয়ে থাকেন তাঁর দলের মদতপুষ্ট গোরক্ষকরা মানুষকে পিটিয়ে মারলে, হিন্দুত্বরক্ষার নামে দলিতদের উপর জুলুম করলে, কালবুর্গী, দাভোলকর, পানসারে, গৌরী লঙ্কেশদের মতো মানুষদের নির্মম হত্যা হলেও। দেশপ্রেমের স্বঘোষিত ঠিকাদার সংঘপরিবার যখন বিদ্বেষের রাজনীতি ছড়ায়, তাঁর ফলো করা টুইটার অ্যাকাউন্টে যখন হত্যার উল্লাসে অশ্লীল পোস্ট ভেসে ওঠে— প্রধানমন্ত্রী দেখতে পান না! নাকি তিনি দেখেন এবং ঠিক এটাই দেখতে চান— এই পরিবেশই যেন দেশে তৈরি হয়। তাতেই তাঁর দলের রাজনীতির সুবিধা। এই পরিবেশই সংঘগুরু গোলওয়ালকারের স্বপ্নের হিটলারি আদর্শকে শাঁসে জলে পুষ্ট করবে এই আশাতেই পালিত তাঁর নীরবতা অনেক কথা বলে যায়।

এই কারণেই কালবুর্গী-পানসারে-দাভোলকরের হত্যকারীরা আজও শাস্তি পায়নি। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের পুলিশ এবং সিবিআই এই হত্যাকাণ্ডগুলির পিছনে সংঘপরিবার ঘনিষ্ঠ হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'সনাতন সংস্থার' হাত আছে বলে মেনেছে, কিন্তু মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেনি। কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারও কালবুর্গী হত্যার কোনও কিনারা করেনি। হিন্দুত্ববাদী ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি যেমন বিজেপির ভরসা তেমনই

কংগ্রেসেরও। ফলে এরা কেউই এই হত্যাকারী প্রকৃত অপরাধীদের ধরতে উৎসুক নয়।

গৌরী লঙ্কেশের হত্যা দেখিয়ে দিয়েছে কী মারাত্মক পরিস্থিতি দেশে বিরাজ করছে। এই পরিস্থিতি মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন জানায়— ওরা যতই প্রশ্ন-যুক্তি-বিজ্ঞানের গলা টিপে ধরুক শুভবুদ্ধির কণ্ঠকে জোরালো করতেই হবে। আশার কথা যুক্তিবাদীদের তপ্ত রক্তধারা বহু দিনের নিষ্ক্রিয়তার জঞ্জালকে ধুয়ে মুছে পথ খুলে দিচ্ছে প্রতিবাদের নির্ঝর ধারার। এই রক্তস্রোত এদেশের মাটিকে করবে উর্বর, যেখানে অঙ্কুরিত হবে হাজারে হাজারে প্রতিবাদী মন। কোনও অন্ধকারের শক্তির সাধ্য নেই এই আলোর জন্মকে থামিয়ে দেয়। কাশ্মীরের কবি আগা শাহিদ আলি লিখেছিলেন, 'আমার বই পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা/ ছাইটুকু পাঠিও আমায়/যেন দেখে যেতে পারি / আলোর কফিনে চড়ে আবার ফিনিক্স পাখি এসেছে আমার ঠিকানায়'। যতই হত্যার, বিষাক্ত বিদ্বেষের রাজনীতির দাপট দেখাক — ওরা সফল হবে না।